যুগান্তর

তারিখ ২১ MAR 2009
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

নতুন আঙ্গিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার চিন্তাভাবনা

মুশতাক আহমদ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ধারণা' বদলানোর চিন্তাভাবনা চলছে। সরকারের দায়িত্বশীল সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়টি তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারছে না। উপরন্তু দিনে দিনে অন্যায়-অনিয়ম, দুর্নীতি আর কেলেংকারির দুর্গে পরিণত হচ্ছে। বাড়ছে শিক্ষক-শিক্ষার্থী হয়রানির মাত্রা। এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়টির মূল ধারণা বদলে নতুন আঙ্গিকে এর যাত্রা শুরুর ব্যাপারে সংশ্লিষ্টরা চিন্তাভাবনা করছেন।

শিক্ষার প্রয়োজনে উপযুক্ত সিদ্ধান্তই নেয়া হবে : উপাচার্য

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ কয়েকদিন আগে তার বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে জানান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম ও দুর্নীতি মাত্রা অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। দুর্নীতি কমাতে হলে এখান থেকে কলেজগুলো সরিয়ে আগের মতো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দিতে হবে। এর পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয়কে বরং কেবল গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা প্রয়োজন। দেশের বিভিন্ন ডিগ্রি, অনার্স ও মাস্টার্স কলেজ এবং উচ্চতর গবেষণার কিছু কার্যক্রম নিয়ে বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চলছে। কিন্তু আইনের বাইরে স্বেচ্ছাচারিতা, অনিয়ম আর দুর্নীতির কারণে দিনে দিনে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি গোটা দেশের জন্যই আশীর্বাদের পরিবর্তে অভিশাপে পরিণত হতে চলেছে বলে সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ। বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া সত্ত্বেও এটি কাজ করছে কেবল একটি বোর্ডের মতো। যার কাজ কলেজ অনুমোদন, পরীক্ষা গ্রহণ আর ফল প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। প্রসঙ্গত, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাহাড়সম সমস্যার মূলে এটি আইন অনুযায়ী পরিচালিত না হওয়া এবং দুর্বল আইনকে চিহ্নিত করা হয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে। যে কারণে আইন সংশোধনসহ অন্যান্য ব্যাপারে সুপারিশ তৈরির লক্ষ্যে নভেম্বরে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন

পরিচালনা : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৪

পরিচালনা : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আহমেদ শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমানের নেতৃত্বে ২২ সদস্যের বিশাল একটি কমিটি করেছিলেন। ওই কমিটি একটি মাত্র সভা করতে পেরেছিল। বর্তমানে তার কি অবস্থা তা মন্ত্রণালয়ে খোঁজ নিয়ে কিছুই জানা যায়নি। তবে নাম প্রকাশ না করে একাধিক কর্মকর্তা বলেছেন, ওই কমিটি বাতিল করা হয়েছে। এখন নতুন করে যা হওয়ার হবে। আর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য, অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান প্রধান উপদেষ্টাকে লেখা একপত্রে একে 'গরুর খোঁয়াড়'র হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন।

এ ব্যাপারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহ শুক্রবার যুগান্তরকে বলেন, মাত্র ২০-২২ দিন হল যোগদান করেছি। তিনি এখনও শিখছেন। তবে শিক্ষার প্রয়োজনের উপযুক্ত সিদ্ধান্তই নেয়া হবে বলে জানান তিনি। অধ্যাপক শহীদুল্লাহ বলেন, বর্তমানে তারা অনার্সে ভর্তি কার্যক্রম নিয়ে ব্যস্ত। এটিকে কিভাবে সহজ ও শিক্ষার্থীবান্ধব করা যায়, সে লক্ষ্যে নতুন নীতিমালা তৈরির ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করছেন।

১৯৯২ সালে তৎকালীন বিএনপি সরকারের আমলে যাত্রা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের। সারাদেশের কলেজগুলোর শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং সার্বিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়টির যাত্রা।

অনুসন্ধানে মিলেছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলোর ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। বছরে একবার পরিদর্শন, সার্বক্ষণিক লেখাপড়া মনিটরিং, কলেজের বার্ষিক রিপোর্ট গ্রহণ-প্রকাশ ও সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার বিধান আইনেই উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তদন্ত আর অনুমোদন প্রদানের উদ্দেশ্য (কলেজের) জীবনে একবার পরিদর্শন ছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের পা কোন কলেজে একাধিকবার পড়েছে সে নজির নেই। অভিযোগ রয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সিলেবাস করা হয়, সেসব বই বাজারে নেই (গাইড ও নোট ছাড়া)। নিজস্ব লাইব্রেরিতে বই মেলে না। আবার যে সংখ্যক বই বাজারে মেলে তা মানসম্পন্ন নয়। পাঠ্য নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট কর্তা বা নির্বাচকের নিজের লেখা বই হয় পাঠ্যভুক্ত। সিলেবাস উন্নত বা সমসাময়িক বাজার চাহিদা অনুযায়ী নয়। নিয়ম অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হবে তিনজন ডিনের অধীনে। এই ডিনরা আবার বোর্ড অব ডিরেক্টরস ও বোর্ড অব স্টাডিজের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করবেন। কিন্তু এই দুটি বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। ডিনরা উপাচার্যের চাটুকারিতা আর টু-পাইস কামানোর সার্বক্ষণিক ধান্ধায় কাটিয়ে দেন। পরীক্ষা কমিটি আজ পর্যন্ত বোর্ড অব স্টাডিজের মাধ্যমে হয়নি।

সরকারি আর বেসরকারি— এই দু'ধরনের কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কেবল বেসরকারি কলেজের শতভাগ কর্তৃত্ব জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ন্যস্ত। সরকারি কলেজে শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, আয়-ব্যয় ইত্যাদি সব দেখে মন্ত্রণালয় আর অধিদফতর। বিশ্ববিদ্যালয়ের' আইনে শিক্ষকদের এসিআর নেয়ার এখতিয়ার রয়েছে। যদিও তারা তা নিচ্ছে না, তবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক পরীক্ষার খাতা ঠিকমতো দেখে কিনা, ক্লাস সময়মতো নেয় কিনা, প্রশ্ন ফাঁস করে কিনা, নম্বর প্রদানে জালিয়াতি করে কিনা, টিউশনি বাণিজ্য করে কিনা, এক কথায় কতটা সৎ আর অসৎ তা কখনও জানতে চায় না এফিলিয়েশনদাতারা। ফলে বয়স হলেই প্রমোশন মেলে শত অন্যায় করলেও। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, সরকারি বা বেসরকারি কোন কলেজের একজন অধ্যক্ষও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঠিকভাবে অবহিত রয়েছেন কিনা তা নিয়েও সংশয় রয়েছে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাধিক পরীক্ষা ছাড়াও কলেজের নিজস্ব পরীক্ষা রয়েছে। এর বাইরে বিসিএসসহ বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষাও নিতে হয় কলেজ শিক্ষকদের। ফলে ১২ মাসের মধ্যে সবমিলিয়ে ৩ মাসের বেশি কোথাও ক্লাস হয় না। অনেকে আবার শেয়ারবাজারে ব্যবসা, নিজস্ব দোকানদারি, কৃষিজমিতে কাজ করা, গরুপালন ইত্যাদিতেও নিয়োজিত হতে পছন্দ করেন।